JUN 24 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ...

অধ্যাপক আবদুল আজিজ খান

ছাত্ররাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শাখায় যথা- সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডাক্তারিবিদ্যা ও প্রকৌশল শিক্ষা অর্জনের জন্য ভর্তির সুযোগ আছে। ডাক্তারি ও প্রকৌশলবিদ্যার লেখাপড়ার শৃংখলা মোটামুটি ভাল এবং ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার চাপে এবং জ্ঞান অর্জন না করে পরীক্ষা দিয়ে ফলবতী হওয়ার সুযোগ না থাকায় ছাত্র আন্দোলন ও বিশৃংখলা অনুপাতে অনেক কম। অপরপক্ষে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়াশোনার চাপ কম থাকাতে সেখানে বিশৃংখলা বেশি এবং ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনমুখর। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ধর্মঘট-হরতাল লেগেই আছে। ফলে সেশনজট সৃষ্টি হচ্ছে। সেশনজট কথাটা এর আগে ছিল না। কিন্তু এখন এটা সাধারণ বিষয়ে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য ও শিক্ষকবৃন্দ রাজনীতিতে চরমভাবে জড়িত। মূলত রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাজনীতিবিদরা শিক্ষক, ছাত্ররাজনীতি এবং আন্দোলনের জন্য দায়ী। এটা অতি সাধারণভাবে দেখা যায়, যেসব শিক্ষক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তারাই দলের স্বার্থের জন্য ছাত্ররাজনৈতিক আন্দোলনে সমর্থন জোগায়। এসব রাজনীতিতে যুক্ত শিক্ষকবৃন্দ ক্রমান্বয়ে পরিচিতি লাভ করেন এবং পরিণতিতে উপাচার্য পদসহ বিভিন্ন সরকারি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যারলয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আহ্লাদ চৌধুরী এক সময় আমার প্রিয়ভাজন ছাত্র ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও একজন উপদেষ্টাও ছিলেন। তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার যোগ্যতা অবশ্যই ছিল। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণটি নিশ্চয়ই উপাচার্য হওয়ার বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে মনে করা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে স্বীকার করা উচিত, তিনি উপাচার্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনমূলক কাজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

এরূপ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ উদাহরণ বিরল নয়। যারা নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা প্রদান ও গবেষণার সঙ্গে নিয়োজিত থাকেন পরিণতিতে তারা সমাজের তলানিতে পরিণত হন। এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, যেসব শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন তারা শিক্ষা প্রদানে স্বাভাবিকভাবে অমনোযোগী এবং গবেষণাতে ক্রমান্বয়ে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। তারা শিক্ষক হওয়ার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ডিগ্রি যথা পিএইচডি, ডিএসসি ও ডিলিট ছাড়াই প্রমোশনের ব্যবস্থা করে নেন। বর্তমানে বিশেষ করে গত ১০ বছরে শিক্ষাদীক্ষায় যোগ্য শিক্ষকদের পরিবর্তে রাজনীতিতে জড়িত শিক্ষকবৃন্দ উপাচার্য পদে এবং অন্যান্য সরকারি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার মান অতি নিম্নে চলে গেছে এবং গবেষণা নেই বললেই চলে। আমাদের মাননীয় দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে, আমাদের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতিও বলেছেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার বিষয়বস্তু বর্তমান যুগোপযোগী হওয়া উচিত। তাছাড়া যারা গবেষণায়রত আছেন তাদের কোন মূল্যায়ন নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদ। এই পদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নীতি নির্ধারণের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করার সুযোগ আছে। মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি ও সদস্য পদের জন্য একজনকে উপাচার্য পদের অভিজ্ঞতার একান্তই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সরকার ও রাজনীতিবিদদের এসব চিন্তাভাবনা নেই বলে মনে হয়। মনে করি এটা বলে অত্যুক্তি হবে না, রাজনীতিবিদরা মনে করেন এসব পদ হাতের মোয়া। যে কোন জায়গা থেকে কামড়িয়ে খাওয়া যায়। রাজনীতিবিদ এবং আমাদের দেশের মন্ত্রীদের অফুরন্ত শক্তি। তারা যে কোন লোককে ধরে এনে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়, যেসব শিক্ষক শিক্ষা প্রদানে মনোযোগী, গবেষণায় নিয়োজিত এবং গবেষণায় আগ্রহী, গবেষক ও ভাল শিক্ষক হিসাবে পরিচিত উপযুক্ত উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং রাজনীতির সঙ্গে স্বক্রিয়ভাবে যুক্ত নন তারাই এসব পদে থাকলে শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। অপর পক্ষে উপরোল্লিখিত দলীয় গুণ সম্পন্ন শিক্ষক উপাচার্য হিসাবে নিয়োজিত থাকলে শিক্ষা ও গবেষণার মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রআন্দোলন, অশান্তি, বিশৃংখলা, সেশনজট হতে বাধ্য। ব্যক্তিগতভাব আমি নিজেও একজন শিক্ষক ছিলাম। তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মহান নেতা জিয়াউর রহমান আমাকে দাওয়াত দিয়ে এনে ডিনার খাওয়ার আগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং পরে ডিনার টেবিলে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। ওই টেবিলে আরও একজন মেহমান ছিলেন। আমার মনে পড়ে তিনি ছিলেন দেশের সুযোগ্য সন্তান বাংলাদেশের একজন সুনামধন্য ব্যক্তি মরহুম এ কে খানের আমেরিকা নিবাসী এক জামাতা। আমাদের খাবার ছিল সাদা ভাত, একটা ভাজি, মুরগির গোস্ত ও ডাল। দেশের সর্বযুগের বরেণ্য দেশপ্রেমিক প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, প্রফেসর সাহেব আমি এই খাই। আমি বিনয়ের সঙ্গে হ্যাঁ-বাচক উক্তিতে জানালাম এটাই বাঙালির আদর্শ খাদ্য।

আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন সেশনজট ছিল তিন বছরের। আমার সময়ের পরিসরে তিন বছর সেশনজট বিদূরিত করে চলে আসার আগেই একই বছরে ভর্তি এবং পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা চালু হয়। বই ও জার্নাল কেনার জন্য পঁচিশ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণাবৃত্তি চালু হয়। বস্তুত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা নতুন মাত্রায় পৌঁছে। তাছাড়াও এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশি নির্মাণ কাজ হয়নি। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল অঢেল। ছাত্ররা বলাবলি করত স্যারের কাছে পরীক্ষা পিছানোর দাবি নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। তবে অনেক উড়ো চিঠি এসেছে, ভেতরে লাল কালির লেখাসহ কাফনের চিহ্ন হিসাবে সাদা কাপড়ের টুকরা। কিন্তু কোন দিনই স্নেহের ছাত্ররা অপমানসুলভ কার্যকলাপ করেনি। এসবই সম্ভব হয়েছে সততা, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক কাজের জন্য। এ দুর্লভ সাধ শুধু আস্বাদনকারীরাই বুঝতে পারেনি। আজও সততা, নিরপেক্ষতা, মেধা ও প্রগতিশীল সমাজের পুরস্কার বিদ্যমান আছে। আমরা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছি সেটা রাজনৈতিক হতে পারে, শিক্ষা ক্ষেত্রে হতে পারে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও হতে পারে এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও হতে পারে, তার পুরস্কার অবশ্যই আছে। শুধু নিজেদের মনমানসিকতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন।

ছাত্ররাজনীতি বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে নামকরা বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবরকম বিশৃংখলা, অশান্ত অবস্থা, পরীক্ষায় নকলবাজি, প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, অপমান, অপদস্থ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। মূলত ছাত্ররাজনীতির উৎস জাতীয় রাজনীতি ও নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্ররাজনীতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এটা প্রকট আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং ছাত্রনেতারা নীতিনির্ধারণের পূর্বভাগে থাকত। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দোজখখানায় পরিণত হয়ে পড়েছে। শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের মান-ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। যে ছাত্র রাজনীতিতে অন্যায় আচরণ বেশি করতে পারছে সে তত নামিদামি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করছে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে পুরস্কৃত হচ্ছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ছাত্ররাজনীতিকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। ইংল্যান্ডে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন দেখেছি। কিন্তু তাদের বাইরে কোন রাজনীতি করতে দেখিনি। তাদের জন্য প্রত্যেক কলেজে (হোস্টেলে) একটি রুম ছিল। সেখানে আসবাবপত্র এবং চা-নাশতার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহে প্রোগ্রাম অনুসারে সেখানে বসে আলোচনা করত। তাতে তাদের রাজনীতির ফ্যাকালটি বাড়ত কিন্তু এনার্জি বিপথে পরিচালিত হতো না। পরবর্তী সময়ে মেধার ভিত্তিতে তারা উন্নতি করত। আমাদের ছাত্রদের মধ্যেও এরূপ লিমিটেড রাজনীতি চালু করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

> বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দোজখে পরিণত হয়ে পড়েছে। শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের মান-ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। যে ছাত্র রাজনীতিতে অন্যায় আচরণ বেশি করতে পারছে সে তত নামিদামি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করছে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে পুরস্কৃত হচ্ছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ছাত্ররাজনীতিকে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

অধ্যাপক ড. আবদুল আজিজ খান : *সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*